কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 27 AUG 2016 ...
পৃষ্ঠা ... 2 ... কলাম 2 ...

রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

দুই জঙ্গি হামলার আসামির ছাত্রত্ব বাতিল হয়নি!

নিজস্ব প্রতিবেদক, রংপুর ▷

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আহসান উল্লাহ আনছারী ওরফে বিপ্লব উত্তরাঞ্চলে জঙ্গি গোষ্ঠী জেএমবির হামলার অন্যতম পরিকল্পনাকারী বলে দাবি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর। রংপুরে জাপানি নাগরিক কুনিও হোশি হত্যা মামলায় তার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে। মাজারের খাদেম রহমত আলী হত্যা মামলায়ও সে অভিযোগপত্রভুক্ত আসামি। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিখোঁজ ছাত্রদের তালিকাতেও আহসান উল্লাহর নাম আছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বলছে, আহসান উল্লাহর জঙ্গি সম্পৃক্ততার বিষয়ে পুলিশকে লিখিতভাবে জানিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়। কিন্তু প্রশ্ন উঠেছে এখনো তার ছাত্রত্ব বহাল থাকা নিয়ে।

দুটি হামলার ঘটনায় জড়িত এই শিক্ষার্থীর ছাত্রত্ব এখনো বাতিল না হওয়ার বিষয়ে জানতে যোগাযোগ করা হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ইব্রাহিম কবীরের সঙ্গে। তিনি কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আহসান উল্লাহ আনছারীর ছাত্রত্ব বাতিলের লিখিত নির্দেশনা দেওয়া হয়নি। তবে সে যে নিখোঁজ রয়েছে এবং তার বিরুদ্ধে জঙ্গি সম্পৃক্ততার অভিযোগ রয়েছে সে বিষয়ে যাবতীয় তথ্য রংপুর কোতোয়ালি থানা পুলিশের কাছে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে লিখিতভাবে জানানো হয়েছে।'

> যেহেতু পর পর দুটি সেমিস্টার ড্রপ দিয়েছে, এ কারণে সে আর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নয়

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক দপ্তর সূত্রে জানা যায়, আহসান উল্লাহ আনছারীর বাড়ি কুড়িগ্রামের রাজারহাট উপজেলার ফরকেরহাট গ্রামে। তার বাবার নাম আবদুল হাসিব আনছারী। ২০০৯ সালে এসএসসি পরীক্ষায় জিপিএ ৫ পেয়ে রংপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজে এসে ভর্তি হয় আহসান। সেখান থেকে ২০১১ সালে এইচএসসি পরীক্ষায় জিপিএ ৫ পেয়ে উত্তীর্ণ হন সে। ২০১২-১৩ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি হয় রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে কিছুদিন ক্লাস করার পর আহসান ওরফে বিপ্লব দীর্ঘদিন অনুপস্থিত ছিল। এক বছর পর ২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষে সে আবার বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয় এবং প্রথম সেমিস্টার পরীক্ষায় অংশ নেয়। সর্বশেষ গত বছরের ১৬ অক্টোবর সে মৌখিক পরীক্ষা দিয়েছে। এরপর থেকে সে বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুপস্থিত।

চলতি বছর ১৪ জানুয়ারি পরবর্তী সেমিস্টারে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হলেও আহসান উল্লাহ আর আসেনি।

জানতে চাইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগের বিভাগীয় প্রধান সিরাজ উদ দৌলা কালের কণ্ঠকে বলেন, 'যেহেতু পরপর দুটি সেমিস্টার ড্রপ দিয়েছে, এ কারণে সে (আহসান উল্লাহ আনছারী) আর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নয়। তার ছাত্রত্ব চলে গেছে।' কিন্তু কেন লিখিতভাবে তার ছাত্রত্ব বাতিলের পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি জানতে চাইলে বিভাগীয় প্রধান জানান, ওই ছাত্রের নিখোঁজ হওয়ার বিষয়টি রেজিস্ট্রার দপ্তরকে লিখিতভাবে জানানো হয়েছে।

গত বছরের ৩ অক্টোবর কাউনিয়া উপজেলাধীন হারাগাছ-রংপুর সড়কের কাচু আলুটারি এলাকায় জাপানি নাগরিক কুনিও হোশি হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। এর ১২ দিন পর ১৬ অক্টোবর থেকে আহসান উল্লাহ ওরফে বিপ্লব আর বিশ্ববিদ্যালয়ে যায়নি।

এই হত্যা মামলার অভিযোগপত্রে তদন্তকারী কর্মকর্তা উল্লেখ করেছেন, গ্রেপ্তার হওয়া জামা'আতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশের (জেএমবি) আঞ্চলিক কমান্ডার মাসুদ রানা আদালতে ১৬৪ ধারায় দেওয়া স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিতে বলেছে, সে, বিজয়, নজরুল ইসলাম ওরফে বাইক হাসান ও আহসান উল্লাহ আনছারী ওরফে বিপ্লব কুনিও হোশিকে হত্যার পরিকল্পনা করে। হত্যাকাণ্ডের তিন দিন আগে গত বছর ৩০ সেপ্টেম্বর, কুনিও হোশির বাড়ির সামনে একটি চায়ের দোকানে বসে তাঁর গতিবিধি লক্ষ করে তারা। এরপর ৩ অক্টোবর তারা কুনিও হোশিকে গুলি করে হত্যা করে। জবানবন্দিতে মাসুদ রানা বলেছে, বিদেশি নাগরিকদের হত্যার মাধ্যমে দেশকে অস্থিতিশীল করার জন্য তাদের প্রতি জঙ্গি গোষ্ঠীটির হাইকমান্ডের নির্দেশ ছিল।

জাপানি নাগরিক হত্যাকাণ্ডের ২৩ দিন পর গত বছরের ১০ নভেম্বর রংপুরের কাউনিয়া উপজেলার টেপামধুপুর চৈতারমোড় এলাকায় মাজারের খাদেম রহমত আলী হত্যাকাণ্ডেও অংশ নেয় আহসান। এই মামলায়ও তার বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগপত্র দেওয়া হয়েছে। আহসান তিন বছর আগে থেকেই জঙ্গি সংগঠন জেএমবির সঙ্গে জড়িত বলেও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।